এই সময় সংবাদপত্র

ক থা স রি ৎ

জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল; অপর পক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল।
— প্রমথ চৌধুরী

অশনি সংকেত

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের নেতা তথা সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। তোষাখানা দুর্নীতি মামলায় শেষ পর্যন্ত ১৮ মার্চ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। তার আগেই অবশ্য পুলিশ তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় এবং ৬১ জনকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার আদালত তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিল করে। বস্তুত ২০২২ সালের অগস্টে তোষাখানা দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরানোর পর থেকেই সন্ত্রাসবাদ-সহ বেশ কিছু অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে ইমরানের ভাবমূর্তি খানিক ‘রাজনৈতিক বিদ্রোহী’-র, স্বাভাবিক ভাবেই যা ব্যবহার করছেন তিনি। ইমরানের অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় পদক্ষেপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর দাবি, এ সবই ‘লন্ডন প্ল্যান’-এর অংশ, তাঁকে জেলে ভরে, তাঁর দলের পতন ঘটিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বিরুদ্ধে চলা প্রতিটা মামলা বন্ধ করাই যার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক ভাবে তাঁর এখন যা অবস্থান, তা তাঁর জন্য দু’দিক থেকেই সুবিধাজনক। যদি তাঁর জেল হয়, তা হলে তাঁর সমর্থক তো বটেই, বহু সাধারণ পাকিস্তানির কাছে তিনি ‘হিরো’ হয়ে উঠবেন। আর তিনি জেলের বাইরে থাকলে প্রমাণিত হবে, সরকারের ক্ষমতা নেই তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার। মাথায় রাখতে হবে, বছরের শেষে পাকিস্তানে ভোট, এবং ইমরান খানই প্রথম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ যিনি সেনাবাহিনীর লাগাম থেকে দেশকে বের করার একটা রাস্তা তৈরি করতে পেরেছিলেন।

উদ্বেগের হল, এই রাজনৈতিক তরজাটি চলছে এমন একটা সময়ে যখন পাকিস্তানের আর্থিক সংকট গভীরে। কয়েক সপ্তাহ আগেই এই দেশের আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার এসে ঠেকেছে ২৯০ কোটি ডলারে। ১১০ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তার জন্য আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা চলছে। যদি এই সংকট চলে এবং ইমরান খানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বাড়ে, তা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে চরম হয়ে উঠতে পারে। আফগানিস্তানে তালিবানের প্রত্যাবর্তনে উগ্রপন্থী শক্তিগুলির মাথাচাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। পাকিস্তানের অর্থনীতি পড়ে গেলে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা বড় প্রশ্নের মুখে পড়বে। সেই সব সম্ভাবনা মাথায় রেখে আইএমএফ-এর উচিত পাকিস্তানকে সাহায্য করা। দিল্লিরও উচিত সেই পথে হাঁটা, পাকিস্তান আর্থিকভাবে ধাক্কা খেলে তার বিপদ সবচেয়ে বেশি।

প্রতিবাদ

আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে রাজনৈতিক পালাবদলের কাণ্ডারী যে সাধারণ মানুষ এবং তাদের সাহসের যে সত্যিই কোনও সীমা নেই, সে কথা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও হয়তো সে কারণেই। সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষ খোঁচা খেলে কতখানি ক্ষেপে উঠতে পারে, তার কণ্ঠস্বর কতটা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ সভ্যতার আদি সূচনা থেকেই বর্তমান। তার প্রমাণও রক্ষিত আছে। অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ নেই ঠিকই, অথচ বেশিরভাগ সময়েই নিরস্ত্র বিদ্রোহী মানুষের অকুতোভয়ে সৈন্যবাহিনীর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার খুঁটিনাটি অবধি প্রস্তরখণ্ড থেকে তামার পাত, এবং হালে লোকচক্ষুর অন্তরালে নোটবইয়ে লিখে রাখার প্রচেষ্টাগুলি থেকেই প্রমাণ মেলে যে এই কাজটিকে সকলেই গুরুত্ব দিয়েছে। তাই, কিছুকাল আগে উত্তরপ্রদেশে এক বন্ধ কুঁড়ে ঘরে মা এবং মেয়েকে সরকারি বুলডোজার চালিয়ে হত্যার ঘটনা নিয়ে যখন এক জনপ্রিয় লোকশিল্পী গান বাঁধলেন, তখন সেখানকার সরকার যে তাঁকে আদালতে হাজিরার সমন পাঠাবে, সেটাই হয়তো এখন ‘স্বাভাবিক’। তবে এটাও স্বাভাবিক যে তাঁর গানগুলি গণমাধ্যম মারফৎ পৌঁছোবে সকলের হৃদয়ে। প্রতিবাদ মুখরিত হবে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার বিরুদ্ধে। এবং তাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষমতা হয়তো শাসকের নেই।

অ সং খ্যা

৬০৯৬৩১০

(ষাট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো দশ)— ২০২১ সালে ভারতে নথিভুক্ত অপরাধের সংখ্যা। সূত্র: ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো

দি ন কে দি ন

২০ মার্চ

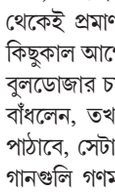

২০১৪: খুশবন্ত সিং প্রয়াত হন। বিখ্যাত লেখা ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’। স্বর্ণ মন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রতিবাদে তিনি পদ্মভূষণ ফিরিয়ে দেন।

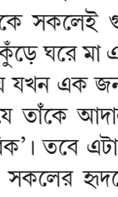

২০২০: ফুটবলার পি.কে. ব্যানার্জি প্রয়াত হন। ভারতের জাতীয় দলের হয়ে ৪৫টি ম্যাচে তাঁর গোলের সংখ্যা ১৫টি। দলের ক্যাপ্টেন ও পরে কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন।

বস্তুপাল ও তেজপাল

বিমলাচরণ লাহা

বো ধি বৃ ক্ষ

সোমনাথের জৈনমন্দির এবং আরও বহুসংখ্যক জৈনমন্দির তিনি সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে লোকেরা সুখশান্তিতে বাস করিত। অহিংসাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তিনি চৌদ্দহাজার দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু দেশহিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি রাজত্ব করেন এবং জৈনগুরুর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। একাশীতি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বস্তুপাল ও তেজপাল: ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোলাংকীর রাজগণের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বীরধবল নামে একজন রাজা খুব বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বীরধবলের আশ্রজ নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। আশ্রজ বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া সুংহালক নামে একটী গ্রামে বাস করিতেন। আশ্রজের তিনটী পত্র এবং সাতটী কন্যা ছিল। পুত্রদিগের মধ্যে বস্তুপাল এবং তেজপাল সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। বস্তুপাল এবং তেজপালের বিদ্যা-শিক্ষা এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল। ললিতা এবং অনুপমা নামী দুইটী বালিকার ইঁহারা পাণিগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা মাণ্ডবদেশে বাস করিতেন। ইঁহাদের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল। মাতার মৃত্যুর পর তাঁহারা পুন্যতীর্থ শত্রুঞ্জয়ে যান। ঢোলকাগ্রামে সোমেশ্বরের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব হয়। গুজরাটে বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা বীরধবল একজন যোদ্ধার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

(‘জৈনগুরু মহাবীর’ থেকে গৃহীত)

এটি অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতে শাসনক্ষমতায় আসতে হলে হিন্দি বলয়ে জয় পেতেই হবে

শাসক, বিরোধী এবং এ মুহূর্তে চব্বিশের চালচিত্র

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণা, রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে আগামী লোকসভা ভোট হবে। রাহুল গান্ধীও ভারত জোড়ার ডাক দিয়েছেন। একচ্ছত্র ক্ষমতা বনাম নতুন সম্ভাবনা। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

রাজেশ মেহতা

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নাকি হতে চলেছে রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে। গত বছরের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাহুল গান্ধীকে শুনিয়ে দিয়েছেন যে ‘রাহুল বাবা যেন তৈরি থাকেন’। রাহুল গান্ধী প্রেম এবং ভালোবাসার আখ্যান নিয়ে ভারত জোড়ার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু ওনার একটি মস্ত সমস্যা। হিন্দি বলয়ের সাধারণ মানুষের মতো পরিষ্কার হিন্দি বলতে পারেন না। এখনও সাহেব-সুলভ ভাব। হিন্দির সঙ্গে ইংরেজি কথা মিলিয়ে মিশিয়ে একটি জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলেন। উল্টো দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরাতন সাহেব, শিশু বয়স থেকে আরএসএস-এর গৃহশিক্ষকতায় গুজরাটি ছাড়াও চমৎকার হিন্দি বলেন। হিন্দি বলয়ের জনগণকে রাজনৈতিক ইস্যু বোঝাতে গেলে স্পষ্ট হিন্দি শেখা দরকার। ভারতীয় রাজনীতির বাস্তবতা এখন যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে হিন্দি বলয় যে জিতবে সে-ই সরকার গড়বে। প্রধানমন্ত্রী হবার বাসনা যাঁদের আছে, তাঁরা যদি এই সহজ কথাটি না বোঝেন, তা হলে বিজেপি-বিরোধী যে কোনও সমীকরণে সমস্যা আছে। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যত যোগ্য নেতা বা নেত্রী আছেন তাঁদের এই গোড়ার কথাটি খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। সময় এখনও আছে তাই হিন্দি শেখার প্র্যাকটিস শুরু করে দিন।

অ-কংগ্রেসি ও অ-বিজেপি প্রাদেশিক দলগুলো অনেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতি করে। হিন্দি ভাষা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণের রাজ্যগুলোয় এবং পশ্চিমবঙ্গে যে রকম একটি রাজনৈতিক আখ্যান আছে তা হিন্দি ভাষার রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে আসা এমন কিছু দল যাঁদের নেতা-নেত্রীদের প্রধানমন্ত্রী হবার বাসনা আছে, তাঁরা যদি হিন্দিভাষী রাজ্যগুলোর আর্থিক পাওনার বিষয় মানুষকে বোঝাতে যান, তাঁদেরও হিন্দি জানা একজন জবরদস্ত নেতা বা নেত্রী দরকার।

চা, মোদী ও রাহুল

এ দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেই ২০১৪ সাল থেকে বুক বাজিয়ে বলছেন যে উনি চা-ওয়ালা। গরিব মানুষের প্রতিনিধি। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে জীবনে প্রথমবার অযোধ্যা গিয়েছিলাম। সরযূ নদীর তীরে একটি দোকান থেকে রামায়ণ ও মহাভারত কিনলাম। কারণ ওগুলো ভালো করে পড়িনি। শুধুমাত্র টেলিভিশনে দেখেছি। এক চা-ওয়ালার কাছে আমি কফি খেতে চাইলাম। উনি বললেন যে উনি কফি বেচেন না। আমি বললাম, আমি তো কলকাতার কফি হাউসের ছেলে। কফি খাই। উনি বললেন যে উনি কফি বেচেন না। শুধু চা বেচেন। প্রধানমন্ত্রীর মতো। আমি বললাম তা-ই দিন। তার পর চা-বিক্রেতা বললেন যে উনি শুনেছেন যে ‘রাহুল বাবা’র মাতা নাকি বিলেতে পড়েননি। উনি কফি বেচতেন। আমি বললাম যে তিনি ঠিক শুনেছেন। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ কি ঠিক? রাজনীতি এক জিনিস আর ব্যক্তি আর এক জিনিস। ব্যক্তির সঙ্গে রাজনীতি গুলিয়ে ফেললে নীতিকথা নিয়ে আমাদের মতো শিক্ষকরা কী করে কথা বলবে।

তবে রাহুল গান্ধীর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে। কারণ নেহরু পরিবারের পঞ্চম প্রজন্ম পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। ১৯৯০-এর দশকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওনার বাবা পাশ করেননি কেমব্রিজ থেকে। ওনার ঠাকুমা পাশ করেননি অক্সফোর্ড থেকে। কিন্তু ওনার প্রপিতামহ, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে ট্রাইপোজ পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। এবং পরবর্তীকালে প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং উপনিবেশবাদের সময়ের ভারতকে নতুন ভারতে রূপান্তরিত করার এক মস্ত বড়ো কারিগর ছিলেন। সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু রাহুল গান্ধীর প্রপিতামহ, ঠাকুমা এবং বাবার যত দোষ ইন্দিরা এবং ফিরোজ গান্ধীর নাতি এবং রাজীব ও সনিয়া গান্ধীর পুত্রকে তো দেওয়া যায় না।

ধর্ম, উন্নয়ন ও রাজনীতি

অযোধ্যার মতো মহারাষ্ট্রের তুলজাপুরে মা ভবানীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে নতুন তীর্থ-পর্যটন শুরু হয়েছে। অধ্যাপনার প্রথম চাকরি ওই শহরে করেছিলাম। তার ঠিক দশ বছর পর যখন আবার ওই শহরে যাই তখন দেখি মন্দির-পর্যটনকে কেন্দ্র করে ছোট শহরের ভোল রীতিমতো পালটে গেছে। এখন মা ভবানীর মন্দিরে ‘ভাঁড়ে মা ভবানী’ আর বলা যাবে না। সম্প্রতি চোখের সামনে দেখছি কলকাতায় কালীঘাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। ঠিক যে রকম অযোধ্যা ও তুলজাপুরে লক্ষ করা গেছে। তাই রাহুল গান্ধী নিজের বিশ্বাস যে, হিন্দু ধর্মের প্রচারকে ঠিক রাখতে গেলে তাঁকে মন্দির ভ্রমণ করতেই হবে। যেমন তিনি অতীতেও বহুবার করেছেন। সেই জায়গাটা শুধুমাত্র আরএসএস-বিজেপির হাতে ছেড়ে দিলে কী করে হবে!

> উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি-র দাপট বজায় থাকল। সেখানে কংগ্রেস দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের যেমন দোষ আছে, তেমন ছোট রাজ্যের ক্ষুদ্র স্বার্থ জড়িয়ে আছে উত্তর-পূর্বে বিজেপির বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে।

স্বদেশ ও সংবিধান

রাহুল গান্ধী যখন ২০০৪ সালে প্রথমবার লোকসভা ভোটে দাঁড়ান, ঠিক তার আগে শাহরুখ খানের ‘স্বদেশ’ সিনেমা বেরিয়েছিল। স্বদেশকে চিনতে এবং দেশের জন্য কিছু করতে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসে কাজ করতে চেয়েছিল তার নায়ক। স্বদেশ দেখতে গিয়ে সে ধর্ম ও জাত চিনতে শিখেছিল। এবং বলেছিল যে আমাদের দেশে সব কিছু ভালো এবং মহান নয়। বিদেশ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমাদের দেশের হিন্দি বলয়ের অনেক কিছু শেখার আছে ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষা থেকে। যাদের কাছে আমাদের শেখার আছে তাদের কাছে শিখতে আমাদের মান-ইজ্জত যাবে না। শেখা ভালো। ভারতীয় সভ্যতা আমাদের তাই শিখিয়েছে।

এখন রাহুল গান্ধী পরিব্রাজকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই পথ চলার স্বভাব খুব ভালো। ভারত চেনা এবং ভারতের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা রাজনীতিবিদের কাজ। তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়েও বলছেন। এবং সেটা তিনি ভালো বলছেন। পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত তিনি যদি আবার হেঁটে এবং খেটে বেড়ান, তা হলে ভারতকে আরও গভীর ভাবে জানতে পারবেন। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের মাথায় ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর কাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে তার জন্য এখন থেকে ভারতের বড়ো পুঁজিকে আগে ঠিক করতে হবে যে ভারতে আর কত দিন ‘চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী’ থাকবেন। আমাদের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয় যেখানে প্রেসিডেন্ট সর্বেসর্বা। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-এর মতো সর্বোচ্চ দুই বার (আট বছর) থাকার নিয়ম নেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে। যদিও ভারতের বড়ো পুঁজি থেকে শুরু করে ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে বহু মানুষ মার্কিনিদের মতো হতে চায়। কিন্তু তার আগে দেশটার একটু আধুনিক সভ্যতার পাঠ নেওয়ার দরকার আছে। সেই সভ্যতার প্রথম পাঠ দেশের সংবিধান। সেই সংবিধানকে আরও সহজ-সরল করার দরকার আছে। কারণ সাধারণ মানুষ উকিল শ্রেণির প্যাঁচালো ভাষা বুঝতে পারে না। তাই তারা সংবিধান সম্পর্কে ওয়াকবিহাল থাকে না। সচেতন হয় না। তাদের সচেতন করার দায়িত্ব কিছু প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, স্কুল শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপরে ছেড়ে দেওয়ার কারণ নেই। ভারত রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তারা ঠিক করুন আধুনিক সংবিধানকে আরও মানুষের কাছে কী করে নিয়ে যাওয়া যায়। দেশের প্রাদেশিক ভাষাগুলোয় সংবিধানের ভালো অনুবাদ করে এবং সংবিধানের বুনিয়াদি অধিকার এবং নীতিগুলোকে প্রচার ও প্রসার করা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক ফলাফল

সম্প্রতি উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি-র দাপট বজায় থাকল। দশ বছর আগেও যা কখনও ভাবা যেত না। সেখানে কংগ্রেস দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের যেমন দোষ আছে তেমন ছোটো রাজ্যের ক্ষুদ্র স্বার্থ জড়িয়ে আছে উত্তর-পূর্বে বিজেপির বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে। বিজেপির মতো বড়ো দলগুলির সঙ্গে কখনও সরাসরি অথবা গোপন আঁতাত করে উত্তর-পূর্বের ছোটো ছোটো দলগুলি। অথচ উত্তর-পূর্বের মানুষ যখন বিজেপি-শাসিত হিন্দি বলয়ে কাজ এবং শিক্ষার জন্য যায় তখন তাদের শুনতে হয় অপমানকর কথা।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে আটের দশকে যারা সব থেকে সোচ্চার ছিল, সেই বাম দলগুলো ক্ষয়িষ্ণু। কেরালা ছাড়া তারা আর কোনও রাজ্যে সরকারে নেই। কিন্তু কেরালায় রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের খারাপ সম্পর্ক। বামফ্রন্টের এখন যা অবস্থা তাতে তারা কর্পোরেট অনুদান বেশি পাবে না। বিজেপি আমাদের দেশে সব থেকে বেশি কর্পোরেট অনুদান পায়। এমতাবস্থায় সমস্ত বাম দলগুলিকে এক সূত্রে বেঁধে একবিংশ শতাব্দীর একটি নয়া বাম রাজনীতির পরীক্ষা করা যেতে পারে। বামফ্রন্টের দলগুলির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক অফিস আছে। সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে টাকা কোথা থেকে আসবে? বামফ্রন্টের সমস্ত দলগুলির পার্টি ফান্ড একসঙ্গে করলে তার সুদ অনেক বেশি হবে এবং দলগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হতে পারে। ত্রিপুরার ভরাডুবির পর এবং বামপন্থী ভোট নিয়ে কংগ্রেস সাগরদিঘির উপনির্বাচনে জয়ী হবার পর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ আশা করি নতুন করে নব্য বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে সিরিয়াস হবেন।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

প্র তি স ম্পা দ ক

চা ও য়া পা ও য়া

স্কুলের সামনে সশব্দে মাটি কেনাবেচা বন্ধ হোক

গড়িয়া স্টেশনের পূর্ব দিকে নতুন দিয়াড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মাটি কেনাবেচার ব্যবসা চলছে দেদার গতিতে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালীন মাটি ফেলা ও তোলায় শিশুদের পঠন-পাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে। স্কুলের খেলার মাঠ দখলে চলে গেছে এলাকার কিছু ব্যবসায়ীদের দখলে। এটি বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনকে বার বার জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি। স্কুলের সমানে ব্যবসা বন্ধ করে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া হোক।
অনাথ মৃধা, গড়িয়া স্টেশন রোড

পার্কসার্কাসে সিঁড়ি চওড়া হোক

▶ পার্কসার্কাস স্টেশন থেকে চার নম্বর ব্রিজে উঠতে একটি সংকীর্ণ লোহার সিঁড়ি আছে। অফিসের সময়ে ভিড়ে খুব সমস্যা হয়। সিঁড়িটিকে আরও চওড়া করা হোক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
সৈয়দ সাদিক ইকবাল, সিমলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শিয়ালদহ-বজবজে ট্রেন বন্ধ

▶ দুই বছর ধরে শিয়ালদহ-বজবজ শাখার দুপুর ২.৩২-এর ডাউন ট্রেনটি বন্ধ রয়েছে। ট্রেনটি পুনরায় চালানোর ব্যবস্থা করলে যাত্রীদের ভীষণ উপকার হয়।
শ্রেয়া সামন্ত, ই-মেল মারফৎ প্রাপ্ত

২.৩২-এর ডাউন বন্ধ কেন?

▶ প্রায় দুই বছর হয়ে গেল শিয়ালদহ-বজবজ ২.৩২-এর ডাউন ট্রেনটি বন্ধ রয়েছে। ১.১৪-র পর সেই ৩.০৮-এর ডাউন লোকাল, এতে সমস্ত যাত্রীদের ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে।
সুতপা খাঁড়া, বজবজ

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া কমুক

▶ করোনার সময় চলে গেছে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ন্যূনতম ভাড়া সেই ত্রিশ টাকাই আছে। অল স্টপেজ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তিনগুণ বেশি ভাড়া দিয়ে যেতে হবে? বিষয়টি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
সানন্দা সেন, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

উলুবেড়িয়াতে আসন অপ্রতুল

▶ উলুবেড়িয়া স্টেশনের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের বসার আসনের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তার উপরে গত ২০১৯-২০ সালে সিএএ-বিরোধী বিক্ষোভে বেশ কয়েকবার স্টেশন ভাঙচুরের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আসন এবং পানীয় জলের কলগুলি এখনও সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে রেলযাত্রীরা নিত্যদিন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।
দীনদয়াল বসু, শ্যামপুর, হাওড়া

লিলুয়াতে লিফ্ট অকেজো

▶ লিলুয়া স্টেশনের ওভারব্রিজের পাশে লিফ্ট থাকলেও তা অকেজো। যাত্রীদের প্রবল সমস্যা হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষকে বার বার জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। অবিলম্বে এটিকে মেরামত করা হোক।
পাখি ভৌমিক, কোন্নগর

লাইন দিয়ে পারাপার বন্ধ হোক

▶ কোন্নগর স্টেশনে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ পাহারা ঠিক মতো দেখা যায় না। কোনও জিআরপিএফ বুথ নেই যেখানে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। দুর্ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ আরপিএফ অথবা পুলিশ আধিকারিকদের দেখা মেলে না। কোনও চলমান সিঁড়ি বা লিফট না থাকার কারণে সাধারণ মানুষকে লাইন পেরিয়েই যাওয়া-আসা করতে হয়। ফুটওভার ব্রিজ থাকলেও তা বসানো হয়েছে একদম প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে, যেটা ব্যবহার করার থেকে লাইন পেরিয়ে যাওয়াতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সাধারণ যাত্রীরা। কড়া পাহারা থাকলে লাইন পেরনো বন্ধ হবে। চলমান সিঁড়ি বা লিফট স্থাপন করে লাইন পারাপারের সমস্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হোক।
সুজয় দাশগুপ্ত, কোন্নগর

মানকরে অনেক ট্রেন থামে না

▶ আসানসোল বিভাগের মানকর রস্টেশন দিয়ে প্রচুর যাত্রী যাতায়াত করেন। এই স্টেশনে ১৩১৭৯ ও ১৩১৮০ সিউড়ি-শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেসের স্টপেজ নেই। তাছাড়া সরাসরি শিয়ালদহ যাবার কোনও ট্রেন মানকরে থামে না। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
সুদীপ পাল, মানকর, পূর্ব বর্ধমান

রেলগেট সর্বদা বন্ধ থাকে কেন?

▶ উলুবেড়িয়ায় পূর্ব রেল কেবিন সংলগ্ন লতিবপুর লেভেল ক্রসিংটি পরিচালনার অভাবে সর্বদা বন্ধ অবস্থায় থাকে। বর্তমানে রেলগেটের দু’প্রান্তের অসংখ্য বাসিন্দা এবং নিত্যযাত্রীরা ঝুঁকি নিয়ে লাইন পেরোতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্ত যানবাহনকে চলাচল করতে হচ্ছে বিকল্প ঘুরপথে। দীর্ঘদিনের সমস্যাটির দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন জানাচ্ছি।
তন্ময় মান্না, বৃন্দাবনপুর, হাওড়া

রাস্তার উপর নির্মাণ সামগ্রী

▶ পূর্ব বর্ধমানের উদ্ধারণপুর-বোলপুর রোড নিমতলাতে বিপুল পরিমাণে নির্মাণ সামগ্রী ফেলা আছে যা রাস্তার অনেকটাই দখল করে নিয়েছে। অবিলম্বে এগুলো সরানোর ব্যবস্থা করা হোক।
বাবুলাল হাজরা, নিরোল, পূর্ব বর্ধমান

উদ্ধারণপুরে বেহাল রাস্তা

▶ বোলপুর-উদ্ধারণপুর রোডের উদ্ধারণপুর থেকে শাঁখাই ঘাট যাওয়ার প্রধান সড়কটির বেহাল অবস্থা। দীর্ঘদিন কোনও সংস্কার হয়নি। অবিলম্বে রাস্তাটি সারানো হোক।
দীপান্বিতা মণ্ডল, গঙ্গাটিকুরি, পূর্ব বর্ধমান

পিকনিকের জেরে দূষিত পরিবেশ

▶ মান্দারিয়া, চাকপোতা থেকে কোটালপাড়া পর্যন্ত দু’পাশের খালের পাড় পিকনিক পার্টির ফেলে যাওয়া আবর্জনা ও মদের বোতলে ভরে গেছে। জলে প্লাস্টিক থার্মোকল ভেসে যাচ্ছে। এর পরও আরও পিকনিক হবে। এখনি সচেতন না হলে দূষণের মাত্রা আরও বাড়বে।
দীপংকর মান্না, আমতা, হাওড়া

গৌরহাটি-ইছাপুর ফেরি বন্ধ

▶ ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি-ইছাপুর ফেরিঘাট বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ। বহু মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তা ছাড়া গৌরহাটিতে নতুন করে ফেরিঘাটের জেটি তৈরি করার পর উদ্বোধন হয়ে বেশ কয়েক মাস পরও ফেরি পরিষেবা চালু হয়নি।
কালীশঙ্কর মিত্র, ভদ্রেশ্বর, হুগলি

চম্পাহাটিতে যান নিয়ন্ত্রণ জরুরি

▶ বারুইপুর চম্পাহাটি এলাকায় তিনমাথা মোড়ে সারাদিন সমস্ত যানবাহন দুরন্ত গতিতে চলাচল করে। ত্রিমুখী মোড়ে কোনও ট্রাফিক সিগনাল বা সিভিক পুলিশ নেই। যে কোনও দিন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
পার্থ কুশারী, চম্পাহাটি

এলাকার সমস্যার কথা লিখে জানান। ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘প্রতি সম্পাদক: চাওয়া পাওয়া’। চিঠি পাঠান পাতার নীচে দেওয়া ঠিকানায়। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন।
ই-মেল: chaoyapaoya.eisamay@gmail.com